অভিমত

প্রসঙ্গ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান মান বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাপেক্ষে এর অবস্থান– এসব বিষয়ে মাঝে–মধ্যে পত্রিকায় নানারকম খবর প্রকাশিত হয়। বলাবাহুল্য এসব খবরের কোনটিই গৌরবের নয়। বেশ কিছুদিন আগে কোন একটি অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ দুঃখ করে বলেছিলেন, এককালের প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বিশ্বের দূরে থাক, এশিয়া মহাদেশের ৫০টি সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায়ও খুঁজে পাওয়া যায় না।

সম্প্রতি দৈনিক সংবাদ–এ প্রকাশিত ডঃ মুনিরউদ্দীন আহমদের 'এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান' শিরোনামে লেখা নিবন্ধটি পড়ে জানতে পারলাম যে, বর্তমানে এশিয়ার সেরা ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান ৪৪তম। তিনি এও জানিয়েছেন যে, আর্থিক দুরবস্থার কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অবস্থান। আর্থিক অবস্থা ভাল হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে গবেষণার জন্য অর্থায়ন করা সম্ভব হতো এবং গবেষণা বেশি হলে এই স্থান ২১তম থেকে আরও ভাল হতে পারত। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পথে প্রধান অন্তরায় অর্থ।

আমরা ডঃ মুনিরউদ্দীন আহমদের সাথে একমত যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উন্নয়নের পথে অর্থাভাব একটি প্রধান অন্তরায়। এই বাধা দূর করতে হলে ছাত্র বেতন বাড়ানো অপরিহার্য। কিন্তু এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা ছাত্রদের কাছ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আমাদের ধারণা, কেবলমাত্র বেতন বাড়ানোর পদক্ষেপটি সঠিক হয়নি। ভাল হতো যদি সবদিক বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতিকল্পে একটি প্যাকেজ ডিলের প্রস্তাবনা করা যেত। এই প্যাকেজ ডিলে অন্তর্গত থাকতে পারত বর্তমানে প্রচলিত ছাত্রদের মেধাভিত্তিক বৃত্তি বর্ধিত হারে প্রদান ছাড়াও ছাত্রদের আবাসন, লাইব্রেরি ও অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা বৃদ্ধি, মেধাবী অথচ গরিব ছাত্রদের জন্য ফুল ফ্রি স্টুডেনশিপ, স্বল্প অথবা মধ্যবিত্তদের জন্য পরিশোধযোগ্য ছাত্রবৃত্তি (সুদবিহীন ব্যাংক ঋণ) ইত্যাদি।

দীর্ঘকাল ধরে যে মাসিক ১২ টাকা হারে ছাত্র–বেতন চলে আসছে তা দিয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বর্তমান ৮/১০ হাজার মাসিক বেতনে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। প্রায় বিনা বেতনে পড়ে ছাত্ররাও বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া গুরুত্ব সহকারে নেয় না বা এক বছরের পড়াশোনা ২ বছর লাগলেও তা নিয়ে কোনরকম মাথা ঘামায় না। আর শিক্ষকরাও নিতান্ত দায়ে পড়ে জীবনধারণের জন্য অন্য কোন কাজে নিয়োজিত থাকতে বাধ্য হন। তাতে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি মনোযোগী হতে পারছেন না, গবেষণা করতে পারছেন না বা নিজেদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর জন্য পড়াশোনার পেছনে পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করতে পারছেন না। তাতে মূলত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছাত্ররাই।

আমাদের দেশে আমাদেরই ছেলেমেয়েরা মাসে প্রায় দশ হাজার টাকা বেতন দিয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ছে। অথচ এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো তত সুযোগ–সুবিধা নেই। যে ছেলেমেয়েরা অন্তত এক দশক আগে নির্ধারিত ১২ টাকার জায়গায় বর্তমানে ২৪ টাকা বেতন বৃদ্ধিতে আন্দোলন করছে তারাই স্কুল–কলেজে কেবলমাত্র প্রাইভেট টিউটরের পেছনে কমপক্ষে মাসে ১৫০০ টাকা খরচ করে এসেছে। আমেরিকানদের মধ্যে এই কথাটি প্রচলিত আছে যে, যদি কেউ আশা করে সরকারই তাদের জন্য সবকিছু করে দেবে তবে তাদের উচিত হবে আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের অবস্থা দেখে শেখা। সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচের ৯১% বহন করে থাকেন, অর্থাৎ সরকারই এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় মূল অর্থ সরবরাহকারী সংস্থা। এক কথায় বলা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য সরকারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সরকারকে এই বিরাট ভর্তুকির বোঝা বইতে হয় জনগণের ট্যাক্সের টাকায়। এই ভর্তুকি পাওয়ার কথা কেবল ঐসব গরিব অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীর, যাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার খরচ বহন করার আর্থিক সঙ্গতি নেই। বর্তমান অবস্থার সুযোগ ভোগ করছে ধনী–গরিব নির্বিশেষে সবাই। এটা অনুচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতির জন্য এই অবস্থার আশু অবসান প্রয়োজন। আমরা মনে করি যে, সঠিকভাবে এই মহতী প্রতিষ্ঠানটিকে চালাতে হলে ছাত্রদের বেতন হওয়া উচিত কমপক্ষে মাসিক পাঁচশ' টাকা। যারা এই বেতন দিতে সক্ষম তাদের কোন প্রকার সরকারি ভর্তুকি পাওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। যারা এই বেতন দিতে অক্ষম তাদের যাতে পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য থাকতে হবে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিব্যবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার জন্য জাপানে এক ধরনের ঋণ ব্যবস্থা চালু আছে, যাকে পরিশোধযোগ্য বৃত্তি বলা হয়ে থাকে। ছাত্রাবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা এই বৃত্তি পাবে এবং পরবর্তীতে তাদের চাকরি পাওয়ার পর এই বৃত্তির টাকা তাদের কাছ থেকে সহজ কিস্তিতে সরকার কেটে নেবে। এই পরিশোধযোগ্য বৃত্তির অর্থায়ন করা হতে পারে বর্তমানে সরকার কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়কে দেয় ৯১% অর্থায়ন কমিয়ে অর্থাৎ সরকার সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা দেয়া কমিয়ে দিয়ে ছাত্রদের ধার হিসেবে দেবে। সিঙ্গাপুরের সাবেক প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান ইউর একটি প্রিয় উক্তি হচ্ছে 'বিনে পয়সায় এই পৃথিবীতে কিছুই পাওয়া যায় না'। কথাটা খুবই খাঁটি ও সত্যি। যেখানে অর্থ ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না সেখানে বিনামূল্যে শিক্ষার মতো মূল্যবান জিনিস কিভাবে পাওয়া সম্ভব? ভাল শিক্ষা পেতে হলে তার জন্য যথাযথ মূল্য অবশ্যই দিতে হবে। এখন না পারলে ভবিষ্যতের আয় থেকে দিতে হবে। এই ব্যাপারে সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। অবশ্য ছাত্ররা যদি ভাল শিক্ষা না চায় তবে এই ব্যাপারে কোন প্রকার চিন্তা–ভাবনা বা আলাপ–আলোচনা করে লাভ নেই।

যেকোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে তার শিক্ষকমণ্ডলী। বর্তমান ৮/১০ হাজার টাকার মাসিক বেতনে উপযুক্ত ও যোগ্য শিক্ষককে বিশ্ববিদ্যালয়ে আনা বা তাদের ধরে রাখার চেষ্টা করা বাতুলতা বৈ কিছুই নয়। একবার এক বিদেশী কনসালটেন্টকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, বিদেশে প্রায় সব সংস্থাই বাইরের উপদেষ্টা নিয়োগ করে থাকে এবং তা থেকে ভাল ফলও পায়। আমরা কেন তা পাই না? জবাবে সে বলেছিল You appoint consultants on the basis of lowest offer. You throw peanuts you only attract monkeys.' অর্থাৎ তোমরা নিম্নতম দরপত্রের ভিত্তিতে উপদেষ্টা নিয়োগ করো চীনা বাদাম ছড়ালে বানর ছাড়া আর কেউই আসবে না। আমরা যদি মনে করি স্বল্প বেতনে যোগ্য শিক্ষক পাব আর যদি–বা পেয়ে থাকি তবে তারা ছাত্রদের পেছনে এবং তাদের নিজেদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর পেছনে যথেষ্ট সময় ব্যয় করবেন বা গবেষণা করবেন তবে আমাদের ভুল হবে। বাস্তবে যা হয় তা হলো যে, এর পরিবর্তে তারা জীবন ও জীবিকার তাগিদে অর্থ উপার্জনের জন্য দ্বিতীয় কোন কাজে সময় ব্যয় করতে বাধ্য থাকেন। তাই বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রদের স্বার্থেই শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো প্রয়োজন। আর তার জন্য এই অর্থ মূলত আসতে হবে ছাত্রদের কাছ থেকেই; কারণ তারাই এটা থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়কে যুগোপযোগী করে তুলতে হলে ছাত্র ও শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য দরকার আধুনিক লাইব্রেরি, কম্পিউটার, ই–মেইল, ইন্টারনেট ইত্যাদির সুবিধা। প্রয়োজন গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সুবিধা। এসবের জন্যও প্রয়োজন অর্থের। পর্যাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা না করা গেলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ছাত্ররাই। তাছাড়া দেশ ও জাতি হারাবে আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য যোগ্য জনবল। অর্থাভাব দূর করা গেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারবে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা ছাত্রদের মূল্যায়নও হবে সেভাবেই এবং এটা ছাত্ররা বুঝতে পারবে না এমন নয়।

সালাহউদ্দিন আহমেদ/হোসেইন ইমাম